পরিবারগুলির রান্না করতে অত্যন্ত অসুবিধে হচ্ছে : কেন?

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

স্থানীয়-রোহিঙ্গা উত্তেজনা বাড়ছে

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

বিশ্ব শরণার্থী দিবস ও প্রত্যাবাসন, মাদকদ্রব্য, ভূমিধ্বস ও স্থানান্তর এবং পানি

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৬ × বুধবার, ১১ জুলাই ২০১৮

বর্ষাকাল: জ্বালানি কাঠের অভাবে রান্না করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠছে

এই বিশ্লেষণের ভিত্তি হল ২৮শে মে - ২০শে জুন পর্যন্ত এসিএফ/বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন তথ্যকেন্দ্রে সংগৃহীত মতামত। এই মতামতগুলি বিশ্লেষণ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জানানো প্রধান সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ১৩ এবং ১৪ নম্বর ক্যাম্পের বাসিন্দাদের থেকে এই মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

মোট মতামত		
৫৩৫	১১৯	৪১৬

যেহেতু তথ্যকেন্দ্রগুলি পুষ্টিকেন্দ্রগুলির নিকটে অবস্থিত এবং পুষ্টি কেন্দ্রগুলিতে মহিলারাই বেশী যাতায়াত করেন তাই মতামতের বেশীর ভাগই (৪১৬টি) মহিলারা জানিয়েছেন।

জনগোষ্ঠীর মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে পুরো জুন মাস জুড়ে রোহিঙ্গাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল রান্না। এই সময়ের মধ্যে পুরুষদের অভিযোগের এক চতুর্থাংশ ও মহিলাদের অভিযোগের এক পঞ্চমাংশ রান্না সংক্রান্ত ছিল। ইন্টারনিউজের কমিউনিটি প্রতিনিধিদের নেয়া সাক্ষাৎকারে ও অন্যান্য সংস্থাগুলো দ্বারা পরিচালিত শ্রোতাদের সাপ্তাহিক আলোচনাচক্রেও রান্না নিয়ে দুশ্চিন্তা উঠে এসেছে।

জ্বালানি কাঠের অভাবই প্রধান সমস্যা। যারা রান্না নিয়ে চিন্তিত, তাদের মধ্যে ৭২% জানিয়েছেন তাদের কাছে যথেষ্ট জ্বালানী কাঠ না থাকার সমস্যা রয়েছে এবং ২৬% এর মতে পরিবারকে রান্না করে খাওয়ানোর জন্য তাদের গ্যাস স্টোভ প্রয়োজন। মানুষজন অবিরাম বৃষ্টির জন্য জঙ্গলে কাঠ আনতে যেতে পারছেন না এবং সেই সাথে কাঠ এত ভেজা যে তা জ্বালানি হিসেবে ব্যাবহার করা যাচ্ছে না। এছাড়াও মানুষ জানিয়েছেন যে এর আগে প্রতি মাসে ত্রাণ সংস্থাগুলি তাদের কাঠ বিতরণ করত। সেটা এখন প্রতি দু মাসে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং তার পরিমাণও যথেষ্ট নয়।

> “বৃষ্টির জন্য আমরা পাহাড়ে লাকড়ি আনতে যেতে পারছি না। তাছাড়া, লাকড়িও ভেজা থাকে। এই সব কারণে আমরা খুব কষ্টে আছি। রান্না করার জন্য আমাদের যথেষ্ট জ্বালানি কাঠ নেই। খাবার রান্না করার জন্য আমাদের জ্বালানি কাঠ বা গ্যাস স্টোভের প্রয়োজন।"
>
> - পুরুষ, ক্যাম্প ৭

ক্যাম্প ৭-এ ত্রাণ (খাবারের পরিমাণ ও গুনগত মান, বিভিন্ন কার্ড হারানো বা সংগ্রহ করতে না পারা, ঠিকমত এনএফআই না পাওয়া এবং মাঝিরা ত্রাণ ঠিকঠাক বণ্টন না করা) আর ক্যাম্প ১৩তে, পুষ্টির ছিল প্রধান উদ্বেগের বিষয়, এছাড়া বাকি সব ক্যাম্পে রান্না নিয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিল যার পরেই ছিল আশ্রয় ও পানি নিয়ে আশংকা। এটা এখনো পরিষ্কার নয় যে এই দুটি ক্যাম্পে কেন জ্বলানি কাঠ নিয়ে মানুষজনের উদ্বেগ প্রাধান্য পায়নি।

সব ক্যাম্পেই পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয় ছিল শেল্টার (১৯% অভিযোগ), যেখানে মহিলাদের চিন্তার বিষয় ছিল ত্রাণ (১৫% অভিযোগ)। শেল্টার নিয়ে সমস্যাগুলো হল ছোট জায়গা, নির্মাণ সামগ্রীর অভাব, এবং বৃষ্টির পানি ঘরে ঢুকে পানি জমে থাকা। ত্রাণ সামাগ্রীর সমস্যাগুলি মূলত পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়া সংক্রান্ত।

ক্যাম্প অনুসারে রোহিঙ্গাদের প্রধান উদ্বেগসমূহ

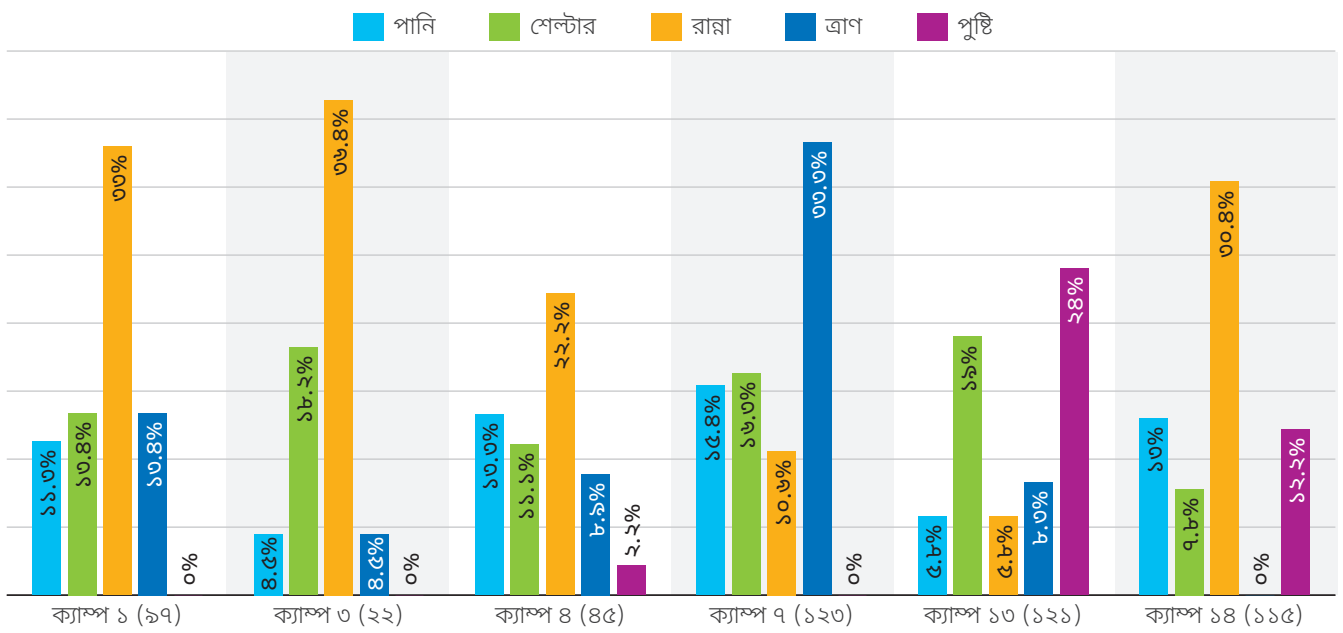

**গণনার ভিত্তি ব্র্যাকেটের ভিতর উল্লেখ করা হয়েছে*

আয় ক্রমশ কমতে থাকায় স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে

> “রোহিঙ্গাদের আসার কারণে আমার আয় কমে গেছে। আগের অবস্থার সাথে তুলনা করলে যে কাজের জন্যে আমি ৫০০ টাকা আয় করতাম, সেই একই কাজের জন্য এখন ২০০ টাকা পাচ্ছি। এটা আমার জীবন খুব কঠিন করে তুলেছে।”
>
> - পুরুষ, বয়স ৪২, টেকনাফ

২রা জুন রেডিও বিতর্ক অনুষ্ঠান 'বেতার সংলাপ'-এ স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর শ্রোতারা প্রধান আশংকা হিসেবে যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন সেটি হল বর্তমানে তারা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন। বয়স, লিঙ্গ এবং পেশা নির্বিশেষে শ্রোতারা তাদের জীবিকা সংক্রান্ত যে তিনটি প্রধান সমস্যা তুলে ধরেছেন: নাফ নদীতে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা (সীমানা পেরিয়ে মানুষের আসাযাওয়া কমানোর জন্য); রোহিঙ্গারা খুব কম মজুরিতে দিন মজুর হিসাবে কাজ করছেন, তারা মনে করে এই কারণে স্থানীয় মানুষ কাজ পাচ্ছেন না আর দৈনিক মজুরীর হার কমে যাচ্ছে; এবং তারা মনে করছেন যে, রোহিঙ্গারা জমি দখল করায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে কৃষিকাজ এবং কাঠ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

শ্রোতারা পরিবেশের অবনতি, রোহিঙ্গাদের দ্বারা অপরাধ বেড়ে যাওয়ার সন্দেহ, শিক্ষার সমস্যা এবং রোহিঙ্গারা আক্রমণ করবে বা তাদের থেকে চুরি করবে এই ভয়ের কথাও তুলে ধরেছেন। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত –
বিশ্ব শরণার্থী দিবস ও প্রত্যাবাসন, মাদকদ্রব্য, ভূমিধ্বস ও স্থানান্তর এবং পানি

এই বিশ্লেষণ ২০শে মে থেকে ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখের মধ্যে ১৩ থেকে ২০ জন ইন্টারনিউজের কমিউনিটি প্রতিনিধি এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের ই.টি.সি কানেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে সংগৃহীত মতামত এবং এসিএফ/বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৮শে মে থেকে ২০শে জুন ২০১৮ তারিখের মধ্যে সংগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। সর্বমোট, ১,০৬৩টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উদ্বেগ ও প্রশ্নগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

ইন্টারনিউজ

মোট মতামত		
৫২৮	২৫৯	২৬৯

এসিএফ / বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন

মোট মতামত		
৫৩৫	৪১৬	১১৯

বিশ্ব শরণার্থী দিবস ও প্রত্যাবর্তন

> “আমরা জানতে পেরেছি যে, আজ সব ক্যাম্পে বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালিত হচ্ছে। ওরা (রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী) আমাদেরকে জানিয়েছে যে, সব মানুষ [রোহিঙ্গা] যারা নিজেদের ঘরবাড়ি, পরিবার, জমি আর আত্মীয়স্বজন হারিয়েছেন তারা এখানে খুব কষ্টকর জীবন যাপন করছেন। ওদের নিয়ে সকলে চিন্তা করছে। ওরা (মিছিল এবং পদযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীরা) জানিয়েছে যে এন.ভি.সি কার্ড [মায়ানমার সরকারের জাতীয় যাচাই পত্র] নেবে না, ওরা মায়ানমারের ক্যাম্পে থাকবে না, ওরা নিজেদেরকে বাঙ্গালি বলেও মানে না। ওদের [মায়ানমার সরকার] স্বীকৃতি দিতে হবে যে আমরা রোহিঙ্গা, আমাদেরকে নিজেদের বসতভিটায় এবং নিজেদের দেশে ফিরে যেতে দিতে হবে। [...]”
>
> - পুরুষ, ৪৮, ক্যাম্প ১পশ্চিম

> “আমরা দেখেছি লাম্বাশিয়া বাজারের কাছে, অনেক লোক রাস্তার পাশে হাতে ব্যানার এবং পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; ব্যানারে লেখা ছিল: 'বাঙালি: না, রোহিঙ্গা: হ্যাঁ '। অবশ্য, অনেক পোস্টারের লেখায় রোহিঙ্গা মানুষেরা বলেছেন যে, তারা মর্যাদা, নিরাপত্তা, এবং নাগরিকত্ব পেতে চান। ওরা আমাদেরকে এটাও বলেছেন যে আজ বিশ্ব শরণার্থী দিবস আর গিয়ে দেখে আসতে যে ওরা কি করছে। রোহিঙ্গা মানুষজন [...] খুব চিন্তায় আছেন যে তারা কবে, কিভাবে বা আদৌ মায়ানমারে ফিরতে পারবে কিনা। [...]”
>
> - পুরুষ, ৫৬, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

বিশ্ব শরণার্থী দিবস নিয়ে আলোচনায় মায়ানমারে জনগণের নাগরিক অধিকার এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলো জনগোষ্ঠীর মতামতে বেশি করে উঠে এসেছে। আশ্রয় গ্রহণকারী কিছু রোহিঙ্গা জানিয়েছেন যে, তারা জাতীয় যাচাইপত্র (NVC) নিতে চান না, কারণ তারা নিজেদেরকে বাঙালি নয়, রোহিঙ্গা বলে মনে করেন যাদের মায়ানমারের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিৎ। জনগোষ্ঠীর একটা অংশ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করেছেন রোহিঙ্গাদের নিরাপদে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে মায়ানমার সরকারকে আলোচনা করে বোঝাতে। বহু রোহিঙ্গা এই হতাশা এবং নিরাশাও ব্যক্ত করেছেন যে আজ পর্যন্ত তাদের নিরাপদে মায়ানমারে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও ইতিবাচক বা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

মাদকদ্রব্য

> “আমাদের ছেলেমেয়েরা ইয়াবা ট্যাবলেট [মাদক] খেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।”
>
> - পুরুষ, ৪৫, কুতুপালং আর.সি

> “ইয়াবা ব্যবসায়ীরা অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে আর বাচ্চাদের ইয়াবার নেশা ধরাচ্ছে, এটা ভীষণ খারাপ ব্যাপার। আমরা শুনেছি যে সরকার (বাংলাদেশের) ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিদের গুলি করার নির্দেশ দিয়েছে, আমরা খুশী যে আমরা নিরাপদে থাকতে পারব।”
>
> - পুরুষ, ৩০, কুতুপালং আর.সি

রোহিঙ্গাদের মধ্যে কিছু মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের কানে এসেছে, ক্যাম্পের কিছু কিশোর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লোক ইয়াবা মাদক নিচ্ছে। কিছু মানুষ আরো জানিয়েছেন যে, তারা এমনটাও শুনেছেন মাদক ব্যবসায়ীদের ধরার জন্য পুলিশি হানায় কয়েকজন নিরীহ রোহিঙ্গাও মারা গেছেন। সকলেই এই আশংকা প্রকাশ করেছেন যে মাদক সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সাবধানে পর্যবেক্ষণ এবং মোকাবেলা না করা হলে মাদক ব্যবসায়ীরা অতি সহজে ক্যাম্পের অসহায় এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের সুযোগ নেবে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাদক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য কিছু রোহিঙ্গা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সহায়তা চেয়েছেন।

ভূমিধ্বস ও স্থানান্তর

> “আমাদেরকে অন্য জায়গায় [নিরাপদ জায়গায়] নিয়ে যাওয়া হবে বলার পরে দু'মাস কেটে গেছে। আজ পর্যন্ত, অন্য জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে আমরা আর কোনও খবর পাইনি। ইদানিং প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে , আর ভূমিধ্বস ও গাছ উপড়ে পরে আমার বাড়ি ভেঙ্গে গেছে। এখানে আমরা অনেক কষ্টে রয়েছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা থেকে অন্য কোথাও যেতে চাই। ওদের বলুন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করতে। আমরা ভূমিধ্বসের কারণে এখানে বসবাস করতে ভীষণ ভয় পাচ্ছি।”
>
> - পুরুষ, ৫০, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

> “আমরা শুনেছি যে বালুখালীতে কিছু ঘর ভেঙ্গে পড়েছে; আমাদের ঘর পাহাড়ের একেবারে উপরে; তাই পাঁচ দিন ধরে টানা বৃষ্টির কারণে আমাদের ঘর ভেঙ্গে গেছে। [...] আমরা জানি না তারা আমাদেরকে কোথায় সরিয়ে নিয়ে যাবে। যদি তারা আমাদেরকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়, তাহলে অসুবিধা নেই। আমাদের এখানে যেমন বাড়ি [যেটা ভেঙ্গে গেছে] ছিল, ঠিক তেমন বাড়ি দিতে হবে; তাহলেই শুধুমাত্র আমরা এখান থেকে নতুন জায়গায় যাব।”
>
> - পুরুষ, ৩২, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে জনগোষ্ঠীর মতামতে চরম আবহাওয়া জনিত ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন আশংকা উঠে এসেছে। তথ্যে ভূমিধ্বস এবং স্থানান্তর নিয়ে আশংকা বারবার ধরা পড়েছে। কিছু ব্যক্তি অন্যত্র যেতে অনিচ্ছুক হলেও অন্যরা নিরাপদ স্থানে সরে যেতে আগ্রহী। সংগৃহীত মতামত থেকে দেখা যাচ্ছে যে জনগোষ্ঠীর একটা অংশ স্পষ্টভাবে জানেন না তারা অন্য জায়গায় যেতে চাইলে কার সাথে যোগাযোগ করবেন।

পানির অভাব

> “আমাদের ব্লকে সকলের জন্য যথেষ্ট পানি না থাকায় আমরা খুব কষ্টে আছি। আমাদের ব্লকে মাত্র একটাই নলকূপ আছে। আমরা যথেষ্ট পরিমানে খাবার পানি পাই না, ঠিকমতো গোসল করতে পারি না, রান্নাও করতে পারি না। আমরা বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্যে বৃষ্টির অপেক্ষা করি। যখন বৃষ্টি হয় না তখন আমাদের খুব কষ্ট হয়। আপনারা যদি এই ব্লকে একটা নলকূপের বসাতে আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে খুব ভাল হয়।”
>
> - মহিলা, ২০, ক্যাম্প ১৮

> “পরিষ্কার পানির অভাবে আমরা অনেক কষ্ট পাচ্ছি আর আমাদের ব্লকে কোন নলকূপ নেই। পানি আনার জন্য আমাদের সবসময় অন্য ক্যাম্পে যেতে হয়। আমাদের ব্লকে ১১০টি পরিবার আছে। যখন আমরা পানি আনতে অন্য ব্লকে যাই, তখন সেই ব্লকের বাসিন্দারা আমাদের উপর চেঁচামিচি করে এবং মাঝে মাঝে আমাদের পানি নিতে দেয় না। আমরা অনেকক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করি। আমাদের কষ্ট হয়, তবুও আমরা ধৈর্য্য ধরে রাখি কারণ আমাদের পানি দরকার। আমাদের ব্লকের মাঝীকে জানিয়েছি, তিনি আমাদের ব্লকে একটি নলকূপ বসানোর চেষ্টা করছেন। কিছু এন.জি.ও আমাদের বলেছে যে তারা আমাদের ব্লকে একটি নলকুপ বসিয়ে দেবে, কিন্তু তারা শুধু বলে করে দেবে, কিন্তু তারা কিছুই করে না। আমাদের ব্লকের জন্য কিভাবে একটি নলকূপ পেতে পারি?”
>
> - মহিলা, ২৬, ক্যাম্প ১ পূর্ব

তথ্য থেকে দেখা গেছে যে ২০১৮ সালের মার্চ মাস থেকেই পানি নিয়ে আশংকা অব্যাহত রয়েছে। এই আশংকাগুলির একটি অংশ হল পানির উৎস অনেক দূরে থাকা এবং নলকূপের পানি শুকিয়ে যাওয়া। জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ বলেছেন যে মাঝী ও এন.জি.ও উভয়কেই বহুবার নলকূপ বসানোর অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আরেকটি আনুষঙ্গিক সমস্যা হলো, কিছু মানুষ জানিয়েছিলেন যে, এক ব্লকের বাসিন্দারা অন্য ব্লকের বাসিন্দাদের সাথে পানি ভাগাভাগি করতে অনিচ্ছুক।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সংস্থান করেছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।